'কার্শিয়ং' : অ্যাকুয়াটিন্টের অসাধারণ প্রয়োগ

ছাপছবিতে অতুলনীয় দক্ষতা

তিপ্পান্ন বছর পূর্ণ হবার আগেই রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২-৫৫) প্রয়াত হন। চার বছর আগে তাঁর জন্মশতবর্ষ নীরবে চলে গেল। তাঁকে কোথাও স্মরণ করা হল না। ছাপছবির মাধ্যমকে এ-দেশে ব্যবসায়িকবৃত্তি থেকে শিল্পচর্চার মাধ্যমে উন্নীত করার ব্যাপারে মুকুলচন্দ্র দে ও রমেন্দ্রনাথের অসামান্য অবদান ছিল। উনিশশো আঠাশে মুকুলচন্দ্র দে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে সরাসরি লন্ডন থেকে এসে যোগ দেন। মুকুলচন্দ্র জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডে ছাপছবির কলাকৌশল শিখেছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ পদাধিকারী হিসেবে ব্যস্ততার দরুন তাঁর পক্ষে ক্লাস নেওয়া সম্ভব না হওয়ায় আর্ট স্কুলে ছাপছবির যোগ্য শিক্ষক তিনি খুঁজছিলেন। তিনি চাইছিলেন এমন একজন শিক্ষক যিনি ছাপছবির বিদ্যা ব্যবসায়িক বৃত্তি হিসেবে শেখেননি, শিখেছেন শিল্পচর্চার মাধ্যম হিসেবে। উনিশশো আঠাশে ছাব্বিশ বছর বয়সী রমেন্দ্রনাথকে তাঁর গুরু, কলাভবনের ডিরেক্টর নন্দলাল বসু শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। নন্দলাল কলাভবনের নির্বাচিত অধ্যক্ষ মাত্র ছিলেন না। অনেকের জানা নেই, তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক মনোনীত কলাভবনের পরিচালক, ডিরেক্টর এবং একান্নতে অবসর নেওয়ার দিন পর্যন্ত ওই পদে থেকে কলাভবনের শিক্ষক নির্বাচন তিনিই করতেন। তিনিই বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর, রমেন্দ্রনাথ, বিনায়ক মসোজী প্রমুখকে কলাভবনের শিক্ষক হিসেবে স্বাধীনভাবে মনোনয়ন করেছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁরই মতামত বিশ্বভারতীর শিরোধার্য ছিল। এখনকার মতো ইন্টারভিউ বোর্ড তখন ছিল না। ঊনত্রিশেই মুকুলচন্দ্র রমেন্দ্রনাথকে সরাসরি কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষক পদে নিয়ে আসেন। উনিশশো আঠাশ-ঊনত্রিশ থেকে রমেন্দ্রনাথের ছবি ও ছাপছবি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। সেই সফল ছাপছবিসহ তাঁর দেড়শোটি বিভিন্ন মাধ্যমে করা ছাপছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে গ্যালারি 'রাসা' রমেন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও কৃৎকৌশল এই সময়ের দর্শকদের ফিরে দেখার অবকাশ দিলেন।

আগরতলা থেকে রমেন্দ্রনাথ উনিশশো

সতেরোতে কলকাতায় কলেজে পড়তে আসেন। শিল্পশিক্ষার আগ্রহে তিনি কলেজ ছেড়ে উনিশে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। অসিতকুমার হালদার সরকারি আর্ট স্কুল ছেড়ে শান্তিনিকেতন কলাভবনে চলে এলে তাঁর সঙ্গে একদল ছাত্রও কলাভবনে উনিশশো একুশে চলে আসেন। তাঁদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথও ছিলেন। কলাভবনে তিনি ছাব্বিশ পর্যন্ত পাঁচ বছর ছিলেন। কলাভবনের ছাত্র হিসেবে তিনি তেইশে অন্দ্রে কারপেলেস্-এর কাছে কাঠখোদাই বা উড্‌কাট শেখেন। চব্বিশে কলাভবনের শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ কর ইংল্যান্ড থেকে লিথোগ্রাফি শিখে আসেন। রমেন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে লিথোগ্রাফি শেখেন। ইতিমধ্যে তিনি কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে যোগ দিয়ে ইন্তাল্লিয়ো শেখেন। সাঁইত্রিশ থেকে ঊনচল্লিশ পর্যন্ত তিনি লন্ডনের স্লেড স্কুলে ম্যুরহেড্ বোন ও এরিক গিল-এর কাছে ছবি ও ছাপছবির করণকৌশল শেখেন। মুকুলচন্দ্র অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর নিলে তেতাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ পর্যন্ত তিনি অস্থায়ী অধ্যক্ষ হন। এই সময় ও তার আগে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন জয়নাল আবেদিন, সফিউদ্দিন আহমেদ, হরেন দাস, সোমনাথ হোর, রথীন মৈত্র, কঁবল কৃষ্ণ, মুরলীধর টালী প্রমুখ। মুকুলচন্দ্রের অধ্যক্ষতাকালে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে উত্তর ভারত, ওড়িশা, বিহার থেকে বহু সংখ্যক ছাত্র শিখতে আসতেন। ছেচল্লিশে রমেন্দ্রনাথ দিল্লি পলিটেকনিকের কলাবিভাগের অধ্যক্ষ হন। ওই বছর তাঁরই নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় প্যারিসে ও পরের বছর লন্ডনে ভারতীয় আধুনিক শিল্পকলার দুটি প্রদর্শনী হয়। এই দুটি প্রদর্শনীতেই সর্ব প্রথম আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা দেখানো হয়। আটচল্লিশে তিনি ভারত সরকারের চিফ আর্টিস্ট নিযুক্ত হন। ওই বছরই তিনি কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। চুয়ান্নতে তাঁরই উদ্যোগে ওই স্কুল কলেজে উন্নীত হয়। পঞ্চান্নতে বাহান্ন বছর ন' মাস বয়সে অকস্মাৎ তিনি মারা যান। বলা বাহুল্য, দেশে-বিদেশে তাঁর কর্মময় ব্যস্তজীবনে তাঁর পূর্বসূরি মুকুলচন্দ্রের মতো ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষকদের কলহ তাঁকেও পদে পদে বিপর্যস্ত করেছিল। ইউরোপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও এদেশে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী বহুবার হয়েছে। ললিতকলা আকাদেমি হবার আগে তাঁরই নেতৃত্বে বিদেশে প্রথম আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়। শিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ও কৃতিত্ব ছিল

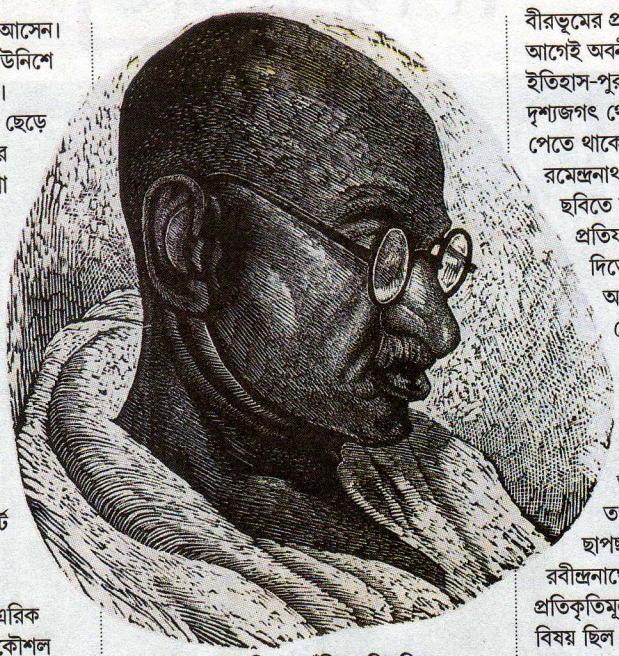

উড্ এনগ্রেভিং-এ গাঁধীর প্রতিকৃতি

সুবিদিত। আরও বড় কথা, বাংলাদেশের ছাপছবির বরেণ্য শিল্পী ও শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমেদ ও এদেশের অগ্রণী ছাপছবির শিল্পী হরেন দাস তাঁরই ছাত্র হিসেবে ছাপছবির কৃৎকৌশল শিখেছিলেন।

বেঙ্গল স্কুলের গুরু নন্দলালের শিষ্য এবং প্রাক্ ও উত্তর স্বাধীন ভারতীয় শিল্পকলায় রমেন্দ্রনাথের স্থান কোথায়, তা জানা দরকার। দুঃখের বিষয়, এখন শিল্পকলার ইতিহাসের ডিগ্রিস্তরের পঠনপাঠনে রমেন্দ্রনাথ স্থান পাননি, এমনকী বেঙ্গল স্কুলের আলোচনাতেও তিনি উহ্য থাকেন।

বেঙ্গল স্কুলের সূত্রপাতে স্বদেশি আবেগে ও জাতীয়শিল্পের চরিত্র নির্ধারণে অবশ্যই ইতিহাস-পুরাকথাকে গৌরবমণ্ডিত অতীত হিসেবে তুলে ধরবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলালের ছবিতেই শিবের পাশাপাশি সাঁওতাল নারীপুরুষ ও রামায়ণের কল্পিত দৃশ্যের পাশাপাশি বীরভূমের প্রত্যক্ষ দৃশ্য দেখা দিতে থাকে। ত্রিশের আগেই অবনীন্দ্রনাথের পৌত্রপ্রতিম ছাত্ররা ইতিহাস-পুরাকথার আবেগ বর্জন করে প্রত্যক্ষ দৃশ্যজগৎ থেকে তাঁদের ছবির ও মূর্তির বিষয় পেতে থাকেন। রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী, রমেন্দ্রনাথ, সুধীররঞ্জন খাস্তগীর প্রমুখ শিল্পীর ছবিতে কল্পনার পরিবর্তে দৃষ্টবাস্তবের প্রতিফলন ও প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে দেখা দিতে থাকে। চল্লিশে যখন উইলিয়ম আর্চার, মুলক্‌রাজ আনন্দ ও বঙ্গীয় কবি-লেখকদের কেউ কেউ তুখোড় ইংরেজিতে বেঙ্গল স্কুলের 'উইসি-ওয়াশি' ঝাপসা-ধোঁয়াটে ছবিকে গালমন্দ করছিলেন, তখন তাঁরা চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পেতেন যে, তাঁরা যা বলছিলেন, বাস্তব পরিস্থিতি তখন তা ছিল না। রমেন্দ্রনাথের এই ছাপছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের কয়েকটি দৃশ্য ও কিছু প্রতিকৃতিমূলক ছবি বাদ দিলে তাঁর ছবির মূল বিষয় ছিল ল্যান্ডস্কেপ। তাঁর ছবিতে অতীতের জন্যে কোনও আবেগ, ইতিহাসের ঘটনার পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি ছিল না। ছিল না বিন্দুমাত্র ন্যাকামি। ভারতীয় চিত্রকলায় বিষয় হিসেবে ল্যান্ডস্কেপের প্রবর্তনে রমেন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী। ছাপছবিতে ও ল্যান্ডস্কেপের প্রবর্তনে, আধুনিক ধারার তেলরঙের চিত্রাঙ্কনে এবং শিক্ষকতায় তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ না করলে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসের পঠনপাঠন সম্পূর্ণ হবে না। স্মরণযোগ্য যে, কলাভবনে নন্দলালের আমলেই অন্দ্রে কারপেলেস্ তেলরঙে ছবি আঁকা শিখিয়েছিলেন। ফরাসি শিল্পী শ্রীমতী কারপেলেস্ আঁকতেন ছোপ দিয়ে ফরাসি ঢঙে। তখন সরকারি আর্ট স্কুলে তেলরঙে ছবি আঁকা শেখানো হত আলোছায়া মিলিয়ে, তুলির চলন ঘষে ঘষে মুছে দিয়ে। ছবি আঁকার ফরাসি ধারায় রমেন্দ্রনাথের তেলরঙের ছবিতে ত্রিশের আগেই তখনকার ইউরোপীয় আধুনিকতায় ছোঁয়া এসে গেছে।

ছাপছবির শিল্পী হিসেবে রমেন্দ্রনাথকে আমরা কীভাবে দেখব, এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। রমেন্দ্রনাথের ছাপছবির শৈলীতে চারটি ধারার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথমত, তিনি প্রথম দু' বছর আর্ট স্কুলে বেয়ুয়িকের ধারায় কালোর মধ্যে সাদা রেখায় উড্ এনগ্রেভিং আয়ত্ত করেছিলেন। একে হোয়াইট্ লাইন এনগ্রেভিং বলে। আর্ট স্কুলে বইয়ের ইলাস্ট্রেশন ছাপবার জন্যে ওই বেয়ুয়িক পদ্ধতির উড্ এনগ্রেভিং শেখানো হত।

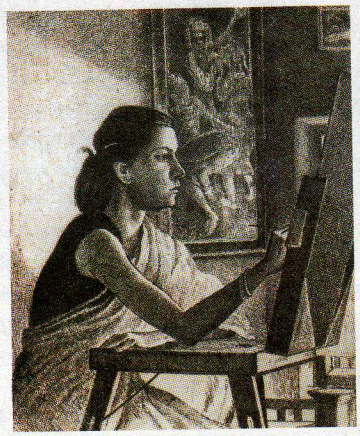

'এ গার্ল ইন স্টুডিও' এচিং-এ রমেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ পদ্ধতির সূক্ষ্ম হ্যাচিং বা কাটাকুটির রেখায় অসাধারণ ছায় বা টোন সৃষ্টি করেছেন আলোকচিত্রের মতো।

এর পরে তিনি শেখেন শান্তিনিকেতনে অন্দ্রে কারপেলেস্-এর কাছে। তিনি জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট ধারায় দৃশ্যজগৎকে কালো ও সাদার চওড়া এলাকায় রূপান্তরিত করে উড্‌কাট করতেন। 'সহজপাঠ'-এর প্রথম ভাগে বর্ণপরিচয়ের ছবিতে নন্দলাল সেই ধারাই অনুসরণ করেছিলেন। পরে নন্দলাল নিজস্ব একটি রৈখিক শৈলী উদ্ভাবন করেন। এই শৈলীর প্রভাবও রমেন্দ্রনাথের ছবিতে দেখা যায়। এ ছাড়াও স্লেড্ স্কুলের আলোছায়াসমন্বিত বা টোনাল্ লিথোগ্রাফ এবং অ্যাকুয়াটিন্টের ধারাও তাঁর ছাপছবিতে পড়েছে। মেজোটিন্ট ছাড়া ইন্তাল্লিয়োর প্রায় সব কটি পদ্ধতি তাঁর রচনায় দেখা যায়। প্রতিটি পদ্ধতির, যেমন ড্রাইপয়েন্ট, এচিং, অ্যাকুয়াটিন্ট, সুগার বাইটিং ইত্যাদির উৎকর্ষ তাঁর কাজে রয়েছে। লিথোগ্রাফিতে যেভাবে তিনি ল্যান্ডস্কেপ করতেন, তার তুলনা বর্তমানকালে দেখা যাবে না। বর্তমানকালে উড্‌কাট, উড্ এনগ্রেভিং বলতে গেলে তেমনভাবে সুরঞ্জন বসুর পরে কেউ করেন না। করেন না সরাসরি এনগ্রেভিং-ড্রাইপয়েন্ট। যে-কাজে ভুল সংশোধনের কোনও উপায় নেই, একটিও অতর্কিত রেখা পরিবর্তনের উপায় নেই, সেই মাধ্যমে এখনকার ছাপছবির মাস্টারমশাই-দিদিমণিরাও হাত দেন না, শেখান না। এখন এচিং-অ্যাকুয়াটিন্ট-লিথোগ্রাফে কেউ সরাসরি দৃষ্টজগতের ছবি বা ল্যান্ডস্কেপ করেন না। এখনকার সব ছাপছবিই ক্রিয়েটিভ কম্পোজিশন এবং তাতে ভুল বলে কিছু নেই। এই বর্তমানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, রমেন্দ্রনাথের প্রতিটি ছাপছবিই যেন আদর্শ ছাপছবির শিক্ষক-রমেন্দ্রনাথের পরিচয় বহন করছে; প্রতিটি মাধ্যমপদ্ধতির গুণাগুণ কী—তাঁর পরিচয়ও তাঁর ছাপছবি বহন করছে। নন্দলালের ধারার উড্‌কাটে রমেন্দ্রনাথ যে-শৈলীর অনুসরণ করেছেন তার সঙ্গে তাঁর এচিং-ড্রাইপয়েন্টের মিল নেই। যেমন উডকাটে 'দি মাদার' ও উড্ এনগ্রেভিং-এ একই বিষয়ের ছাপছবিতে শৈলীগত মিল নেই, যদিও কলাকৌশলের দিক থেকে দুটিই আদর্শস্বরূপ। 'এ গার্ল ইন স্টুডিও' এচিং-এ তিনি ব্রিটিশ পদ্ধতির সূক্ষ্ম হ্যাচিং বা কাটাকুটির রেখায় অসাধারণ ছায় বা টোন সৃষ্টি করেছেন সাদা- কালোয় তোলা আলোকচিত্রের মতো। 'কার্শিয়ং' নামক অ্যাকুয়াটিন্টেও মাধ্যমের অসাধারণ প্রয়োগ ও চাক্ষুষ বাস্তবকে অনুসরণ করার ক্ষমতা লক্ষ করা যায়। লিথোগ্রাফে 'ভুবনডাঙা গ্রাম', এচিং-এ 'পদ্মানদী', লিথোগ্রাফে বরফ-পড়া 'এ লন্ডন রোড', 'প্যারিস', উড্ এনগ্রেভিং-এ গাঁধীর প্রতিকৃতি ইত্যাদি প্রতিটি ছাপছবিতে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা, মাধ্যমের ওপর দখল ও ছাপতোলার উৎকর্ষ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তখনও এডিশন সংখ্যা ও ছাপছবির ক্রমিক সংখ্যা, বছর ইত্যাদি উল্লেখ করবার নিয়ম ছিল না। তাই তাঁর বহু ছাপছবিতে সালতারিখ নেই। রমেন্দ্রনাথের কাছে ছাপছবির পাঠ হাতেকলমে গ্রহণ করে বহু ছাত্র দিগ্বিজয়ী হয়েছেন। মনে হয়, ছাত্রবৎসল রমেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিটি ছাপছবিকে ছাত্রদের সামনে মাধ্যমদক্ষতা ও অনুশীলনের আদর্শ হিসেবেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই, বিশ্বশিল্পের সরেজমিন জ্ঞান সত্ত্বেও, পাছে তাঁর কাজ দেখে কোনও ছাত্র গোড়াতেই অনুরূপ স্বাধীনতায় তৎপর হয়, এ-কারণে তিনি তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার দুঃসাহস নিজের কাজে দেখাতে পারলেন না। 'শিক্ষক' হিসেবে তিনি শতকরা একশো ভাগ সফল। কিন্তু সৃজনধর্মিতায় তাঁর দুঃখজনক ঊনতা রয়ে গেল। তাঁর সময় গ্যালারি ছিল না, ছবির বাজার ছিল না। দর্শক বলতে ছিল তাঁর ছাত্ররাই। তাই তিনিও হয়তো ছাত্রদের লক্ষ্য করেই তাঁর ছাপছবিও রচনা করেছিলেন। এমন শিক্ষকই এখন কোথায়! এই মাস্টারমশাই-শিল্পীকে 'রাসা' গ্যালারিতে নতুন করে দেখতে পেয়ে ভাল লাগল।

শোভন সোম

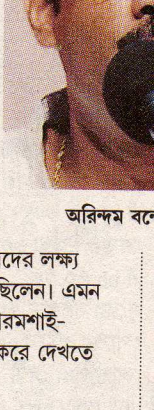

অরিন্দম বসে